জনাব মোঃ শামছুল আজম
অতিরিক্ত পুলিশ সুপার, গোমস্তাপুর সার্কেল,

জনাব এসএম জাকারিয়া
ডিআইও-১, জেলা বিশেষ শাখা,

জনাব মোঃ বাবুল উদ্দিন সরদার
অফিসার ইনচার্জ, জেলা গোয়েন্দা শাখা

জনাব মোঃ গোলাম সারোয়ার
টিআই (প্রশাসন)

জনাব মোঃ শহিদুল্লাহ্
কোর্ট পুলিশ পরিদর্শক

জনাব মোঃ মোজাফ্ফর হোসেন
অফিসার ইনচার্জ, সদর মডেল থানা

জনাব মোঃ ফরিদ হোসেন
অফিসার ইনচার্জ, শিবগঞ্জ থানা

জনাব দিলীপ কুমার দাস
অফিসার ইনচার্জ, গোমস্তাপুর থানা

জনাব মোঃ সেলিম রেজা
অফিসার ইনচার্জ, নাচোল থানা

জনাব মোঃ মাহবুবুর রহমান
অফিসার ইনচার্জ, ভোলাহাট থানা

৭২ ঘন্টার মধ্যে ডাকাতি মামলার রহস্য উদ্‌ঘাটন

চাঁপাইনবাবগঞ্জ ভোলাহাট থানাধীন ফলিমারী বিলে দেশী অস্ত্র-সস্ত্রে সজ্জিত হয়ে ১০-১৫ জনের একটি ডাকাত দল গত ইং ২৩/০৮/২০২১ তারিখ সন্ধ্যায় কয়েকটি গাড়ির পথ অবরোধ করে ডাকাতি করে। ডাকাতরা ০৩ টি বাস থেকে স্বর্ণালঙ্কার, মোবাইল সহ কয়েক হাজার টাকা ডাকাতি করে নিয়ে যায়। ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য তৈরী হয়। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমেও বিষয়টি ভাইরাল হয়। বিষয়টিকে চ্যালেঞ্জ হিসেবে গ্রহণ করে পুলিশ। জেলার বিভিন্ন স্থানে অভিযান চালিয়ে ডাকাতির ঘটনা সরাসরি জড়িত ০৩ (তিন) জনকে গ্রেফতার করে এবং তাদের কাছ থেকে ডাকাতির কাজে ব্যবহৃত দেশী অস্ত্র এবং লুণ্ঠিত মোবাইল, স্বর্ণালংকার ও নগদ টাকা উদ্ধার করা হয়। পরবর্তীতে আরও অভিযান চালিয়ে ডাকাতিতে নেতৃত্বদানকারী আরও ০৩ (তিন) জনকে ডাকাতির ঘটনায় ব্যবহার করা অস্ত্র এবং ইয়াবাসহ গ্রেফতার করে জেলা পুলিশ। ৭২ ঘন্টার মধ্যেই ডাকাতির রহস্য উদঘাটিত হওয়ায় জনমতে স্বস্তি ফিরে আসে।

এক হত্যা মামলার তদন্তকালে আরেক ঘটনার রহস্য উদ্‌ঘাটন

সদর থানার মহারাজ টিকরা গ্রামের শুকুদ্দী মোল্লা এবং রোকেয়া বেওয়া দম্পতির ৪ মেয়ে। শুকুদ্দী মোল্লা তার চার মেয়েকে ১৪ কাঠা জমি দলিল করে দিলে পরবর্তীতে শুকুদ্দী মোল্লার ৪ ছেলে ঐ জমি জাল করে লিখে নেয়। পরে মেয়ে জামাইরা জমির দখল নিতে গেলে শুকুদ্দী ও তার ছেলেরা মেয়ে জামাইদের বাঁধা দেয়।উক্ত ঘটনাকে কেন্দ্র করে শুকুদ্দী তার সৎ মেয়ে জামাইদের সাথে খারাপ ব্যবহার করতেন। এই ঘটনার জের ধরে মেয়ে জামাই সেকেন্দার তার শ্বাশুড়ি রোকেয়া বেওয়াকে হত্যা করে। এরপর এই হত্যার তদন্তে নেমে জেলা পুলিশ শুকুদ্দী মোল্লার হত্যার রহস্য উদঘাটন করে। সেকেন্দার শ্বশুর শুকুদ্দীকে হত্যায় নিজের জড়িত থাকার কথা স্বীকার করে বলে যে, জমি-জমার এই ভাগ-বাটোয়ার কারণে ২০১৯ সালে একই ভাবে তার শ্বশুর শুকুদ্দী মোল্লাকে হত্যা করে।

ভোলাহাট থানায় অজ্ঞাতনামার মাথা বিহীন লাশ উদ্ধার এবং ৭২ ঘন্টার মধ্যে হত্যাকারীকে গ্রেফতার

চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার ভোলাহাট থানার ঘাইবাড়ী গ্রামের মৃত এন্তাজ আলীর মেয়ে সেমালী খাতুন @ কান্দুনী (৪৫) প্রতিদিনের ন্যায় গত ইং ১৭/০৮/২০২০ তারিখ সকালে পাশের গ্রামের রাঙ্গামাইটা বিলে গরু-ছাগলের ঘাস কাটার জন্য যায়। বাড়ি ফেরার সময় পেরিয়ে যাওয়ার পর সেমালী খাতুনের বাড়ি না ফেরা বাড়ির লোকজন চিন্তা করতে থাকে। অতঃপর আত্মীস্বজন-পরিবারের লোকজন সহ গ্রামের সবাই আশে-পাশের বাড়ি এবং সম্ভাব্য সব জাগায় খোঁজাখুঁজি করে। অনেক খোঁজাখুঁজি করার পরেও সেমালী খাতুনের খোঁজ না পাওয়া সেমালী খাতুনের পরিবারের লোকজন ভোলাহাট থানার দ্বারস্থ হয়।

পরবর্তীতে নিখোঁজ হবার একদিন পর গত ইং ১৮/০৮/২০২০ তারিখ সকালে রাঙ্গামাইটা বিলের মিন্টু নামক এক ব্যক্তির ধানী জমির আম গাছের নিচে একটি লাশ উদ্ধার করা হয়। হত্যাকারী কত নির্মম হতে পারে তা বোঝা যায় লাশের অবস্থা দেখে। হত্যাকারী মাথা কেটে শরীরকে দুই ভাগ করে শরীর ফেলে রেখে যায়। পরে সেমালী খাতুনের আত্মীস্বজন এবং পরিবারের লোকজন লাশটি সেমালী খাতুনের বলে সনাক্ত করে। এরপর পুলিশ সুপার জনাব এ এইচ এম আব্দুর রকিব, বিপিএম, পিপিএম (বার) এর নির্দেশনায় উক্ত ঘটনার মূল রহস্য উদঘাটনে নামে জেলা পুলিশের বিভিন্ন ইউনিট। মাত্র ৭২ ঘন্টার মধ্যে এই হত্যায় সরাসরি জড়িত ০১ জনকে গ্রেফতার করে জেলা পুলিশ।

বেস্ট প্র্যাকটিস

কমিউনিটি পুলিশিং এবং বিট পুলিশিং

আইনি সেবাকে জনগণের অংশগ্রহণের মাধ্যমে নিশ্চিত করবার জন্য "কমিউনিট পুলিশিং" গঠন করা হয়েছে। জেলায় প্রতিটি উপজেলা, ইউনিয়ন এবং পৌরসভায় কমিউনিটি পুলিশিং কমিটি গঠনের মাধ্যমে জনগণের অংশগ্রহণে পুলিশিং সেবাকে সহজতর করা হয়েছে। চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলাকে মোট ৫৯ (উনষাট)টি বিটে বিভক্ত করে পুলিশের আইনি সেবাকে জনগণের অতি নিকটে পৌঁছে দিয়েছেন।

অপরাধ নিয়ন্ত্রণে বিশেষ সাফল্য

চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলা পুলিশের বিগত বরের মত এই বরেও মাদক দ্রব্য উদ্ধার এবং অস্ত্র উদ্ধারে সাফল্যের ধারা অবাহত রয়েছে। চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলা অবৈধ আগ্নেস্ত্র উদ্ধার অভিযান-২০১৯ সালে পুলিশ সপ্তাহে "গ" গ্রুপে প্রথম স্থান, চোরাচালান মালামাল উদ্ধার অভিযান ২০১৯ "গ" গ্রুপে প্রথম স্থান, মাদকদ্রব্য উদ্ধার অভিযান-২০১৯ "গ গ্রুপে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে। এরই ধারাবাহিকতা জানুয়ারি/২১ খ্রিঃ হতে আগস্ট/২১ খ্রিঃ পর্যন্ত।

মাদক ও চোরাচালান বিরোধী অভিযানঃ

চাঁপাইনবাববগঞ্জ জেলা মাদক উদ্ধার অভিযান পরিচালনা কালে ৬২০ টি মামলা গ্রহণ করা হয় এবং মামলা মোট ৮০৮ জন আগামী গ্রেফতার করা হয়। তাদের নিকট থেকে ফেন্সিডিল-৯৪০৮ বোতল, গাঁজা-১৫০ কেজি ৬৮০ গ্রাম, হেরোইন-৩৫.২০৩ কেজি, চোলাইমদ-২৫৮৪ লিটার, বিদেশী মদ-৩৮ বোতল, এম্পুল-৭৯৪ পিস, ইাবা-৭২৬২০ পিস, ভারতী পাতার বিড়ি-১৫৫১৬৯০/-পিস,ওাসা-৫০ লিটার, কচ্ছপের হাড় ১৩৫ কেজি, ভারতী জালরুপি-৩,২৫,০০০/-, ভারতী রুপি-১৬,১৬০/- বাংলাদেশী জালনোট-৩,০০০/-, মোবাইল-১৮৭টি, মোটরসাইকেল-১টি,মাদকবিক্রয়ে নগদ টাকা-১,৮৪,০০০/-, যৌন উত্তেজক ট্যাবলেট-১৩৩০ ও সিরাপ-৪ বোতল, বিড়ি তৈরীর পাতা-৪৯ কেজি, ডিজেল-১৩০ লিটার, তামাকের গুড়া-৫৬ কেজি,ট্রাক-১টি, সোনার বার-১০টি, ভারতী পাওার ব্যাংক-০২ টি।

চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলা অস্ত্র উদ্ধার সংক্রান্ত তথ্যঃ

বিদেশী পিস্তল-৬টি, দেশী পিস্তল-৩টি, ম্যাগজিন-১৬ টি, ওান শুটার গান-৮টি, রিভালবার-১টি, গুলি-৫৫ রাউন্ড এবং এই সংক্রান্তে মোট-১১ টি মামলা হয়েছে এবং ৪ (চার) জন আগামী গ্রেফতার করা হয়েছে। বিস্ফারক দ্রব্য ৪০০ গ্রাম গান পাউডার, ককটেল ১২টি উদ্ধার করা হয়েছে এবং বিস্ফারক দ্রব্য সংক্রান্তে ১৩ টি মামলা ২৩ জন আগামী গ্রেফতার করা হয়েছে।

প্রতিশোধের জেরে কিশোর হত্যা, ২ ঘন্টার মধ্যে মূল রহস্য উদঘাটন এবং ০২ জন কিশোর অপরাধী গ্রেফতার

শিবগঞ্জ থানার সাবেক লাভাঙ্গা গ্রামের সফিকুল ইসলামের লে নাজিম আলী(১৫) গত ১১/০৫/২০২০ তারিখ রাতে তারাবির নামাজ পড়ার জন্য ওয়াক্তিয়া মসজিদে গিয়ে নামাজ পড়ার পর আর বাড়ি ফিরে আসে না। নাজিমের পরিবার-আত্মীস্বজন অনেক খোঁজাখুঁজির পর না পেলে শিবগঞ্জ থানা একটি সাধারণ ডারী করে। অতঃপর পুলিশ সুপার মহোদরে নির্দেশনা নিখোঁজ নাজিম আলীর খোঁজে নামে জেলা পুলিশ। গত ১৫/০৫/২০২০ তারিখ দুপুরের দিকে দুরুল নামের এক ব্যক্তি উক্ত গ্রামের মোঃ রমজুল হাজীর আম বাগানের নিচে শরীর পোঁতা এবং পা বের হওয়া অবস্থা একটি লাশ দেখতে পায়। খবর পেয়ে শিবগঞ্জ থানা পুলিশ এবং জেলা পুলিশের বিভিন্ন ইউনিট ঘটনাস্থলে গিয়ে লাশটি উদ্ধার করে। পরবর্তীতে সফিকুল ইসলাম লাশটি তার নিজের ছেলে বলে সনাক্ত করে। এরপরেই ঘটনার মূল রহস্য উদঘাটনে নামে জেলা পুলিশ। রহস্য উদঘাটনে জানা যায় ঘটনার আগের দিন নাজিম আলীর সাথে তার দুই বন্ধুর মার্বেল খেলা নিয়ে তর্কাতর্কির এক পর্যায়ে হাতাহাতির ঘটনা ঘটে। সেই ঘটনার প্রতিশোধ নিতেই দুই বন্ধু নাজিম আলীকে হত্যা করে করে বলে তদন্তে বের হয়ে আসে। অতঃপর হত্যার ঘটনা সরাসরি জড়িত উক্ত দুই কিশোর অপরাধীকে গ্রেফতার করে জেলা পুলিশ।

দ্রুত সেবা নিশ্চিত করার জন্য ৯৯৯ এর জন্য গাড়ি

জেলা পুলিশে সদস্যদের উন্নত চিকিৎসা এবং জরুরী প্রয়োজনে ব্যবহারের জন্য ০১ (এক) টি এ্যাম্বুলেন্স পুলিশ হাসপাতালে সংযুক্ত করা হয়। ৯৯৯ এ যোগযোগকারী জনসাধারণকে দ্রুত সেবা প্রদানের জন্য ০২ (দুই) টি ৯৯৯ সেবাদানকারী গাড়ী সংযুক্ত করা হয়।এছাড়াও জেলা পুলিশের পরিবহণ সংকট দূরীকরণের জন্য ০৪ (চার) টি ডাবল ক্যাবিন গাড়ী জেলা পুলিশের গাড়ীবহরে যুক্ত করা হয়েছে।

ফোর্সের বিনোদনের জন্য সুবিধাজনক সময়ে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়।

পুলিশের মানবিক কার্যক্রম

স্বাস্থ্য বিধি মেনে করোনা মোকাবেলায় সর্বসাধরণকে মাস্ক ব্যবহারে উদ্বুদ্ধকরণ এবং মাস্ক বিতরণ।

রাজশাহীতে হচ্ছে মাদক কারবারিদের ডাটাবেজ

চাঁপাইনবাবগঞ্জসহ আট জেলায় চলছে তালিকা প্রণয়নের কাজ

প্লাজমা দিতে ঢাকা গেলেন জেলা পুলিশের ১৩ সদস্য

গোমস্তাপুরে ওসির নেতৃত্বে তথ্য প্রযুক্তির সহায়তায় অভিযান

দুই দিন পর সেফটিক ট্যাংকে মিলল তিন বছরের শিশুর লাশ

মরদেহ উদ্ধার ॥ ঘাতক নয়ন গ্রেফতার

ভারতীয় জালরুপিসহ গ্রেফতার চার যুবক

দরিদ্র জীবনের এক গভীর সংকটের গল্প

নওগাঁ জেলা

পাহাড়পুর, নওগাঁ

নওগাঁ জেলা পরিচিতি ঃ

নওগাঁ জেলা বাংলাদেশের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের রাজশাহী বিভাগের একটি প্রশাসনিক অঞ্চল। উপজেলার সংখ্যানুসারে নওগাঁ বাংলাদেশের একটি "ক" শ্রেণীভুক্ত জেলা। নওগাঁ জেলা ভৌগোলিকভাবে বৃহত্তর বরেন্দ্র ভূমির অংশ। বাংলাদেশের উত্তর-পশ্চিমভাগে বাংলাদেশ-ভারত আন্তর্জাতিক সীমারেখা সংলগ্ন যে ভূখন্ডটি ১৯৮৪-র পহেলা মার্চের পূর্ব পর্যন্ত নওগাঁ মহকুমা হিসেবে গণ্য হতো, তা-ই হয়েছে বর্তমান বাংলাদেশের নওগাঁ জেলা।

ভৌগোলিক সীমানা ঃ

নওগাঁ জেলার উত্তরে ভারতের দক্ষিণ দিনাজপুর, দক্ষিণে বাংলাদেশের নাটোর ও রাজশাহী জেলা, পূর্বে জয়পুরহাট ও বগুড়া জেলা এবং পশ্চিমে ভারতের মালদহ ও বাংলাদেশের চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলা। নওগাঁ জেলার পশ্চিম সীমান্ত দিয়ে প্রবাহিত পুনর্ভবা, মধ্যবর্তী আত্রাই এবং পূর্বভাগে ছোট যমুনা এই জেলার প্রধান নদী। যমুনাও মূলত তিস্তা নদীরই একটি শাখা।

আয়তন ঃ

নওগাঁ জেলার মোট আয়তন ৩,৪৩৫.৬৭ বর্গকিলোমিটার (১,৩২৬,৫২ বর্গমাইল)।

জনসংখ্যা ঃ

নওগাঁ জেলার জনসংখ্যা প্রায় ২৬,০০১৫৮। প্রতি বর্গকিলোমিটারে জনঘনত্ব ৭৬০ এবং স্বাক্ষরতা হার ৬২.৫২%। এর মধ্যে মুসলিম জনসংখ্যা মোট জনসংখ্যার ৮৬.৫৫%, হিন্দু ১১.০৮%, খ্রিস্টান ০.৭১% ও অন্যান্য ১.৬৬%।

প্রশাসনিক এলাকাসমূহ ঃ

প্রশাসনিকভাবে ১৯৮৪-র পহেলা মার্চে নওগাঁ জেলা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়। এ জেলায় উপজেলার সংখ্যা ১১টি। নওগাঁ জেলা পুলিশের থানার সংখ্যা ১১টি। পৌরসভার সংখ্যা ০৩টি। ইউনিয়নের সংখ্যা ৯৯টি। মৌজার সংখ্যা ২৫৭৮ টি। গ্রামের সংখ্যা ২৮৫৪ টি। নওগাঁ জেলা পুলিশের থানাগুলো হলো ঃ ১। নওগাঁ সদর ২। রাণীনগর ৩। আত্রাই ৪। বদলগাছী ৫। মহাদেবপুর ৬। মান্দা ৭। পত্নীতলা ৮। ধামইরহাট ৯। সাপাহার ১০। পোরশা ১১। নিয়ামতপুর।

ইতিহাস ঃ

নওগাঁ শব্দের উৎপত্তি হয়েছে 'নও' (নতুন -ফরাসী শব্দ) ও'গাঁ' (গ্রাম) শব্দ দু'টি হতে এই শব্দ দু'টির অর্থ হলো নতুন গ্রাম। অসংখ্য ছোট ছোট নদীর লীলাক্ষেত্র এ অঞ্চল। আত্রাই নদী তীরবর্তী এলাকায় নদী বন্দর এলাকা ঘিরে নতুন যে গ্রাম গড়ে উঠে, কালক্রমে তা-ই নওগাঁ শহর এবং সর্বশেষ নওগাঁ জেলায় রূপান্তরিত হয়। নওগাঁ শহর ছিল রাজশাহী জেলার অন্তর্গত। কালক্রমে এ এলাকাটি গ্রাম থেকে থানা এবং থানা থেকে মহকুমায় রূপ নেয়। ১৯৮৪ এর ১ মার্চ-এ নওগাঁ মহকুমা ১১টি উপজেলা নিয়ে জেলা হিসেবে ঘোষিত হয়। বাংলাদেশ উত্তর-পশ্চিমভাগ বাংলাদেশ-ভারত আন্তর্জাতিক সীমা রেখা সংলগ্ন যে ভূখন্ডটি ১৯৮৪ খ্রি. এর ১ মার্চের পূর্ব পর্যন্ত অবিভুক্ত রাজশাহী জেলার অধীন নওগাঁ মহকুমা হিসেবে গণ্য হতো, তাই এখন হয়েছে নওগাঁ জেলা। নওগাঁ প্রাচীন পুন্ড্রবর্ধন ভূক্ত অঞ্চল ছিল। অন্য দিকে এটি আবার বরেন্দ্র ভূমিরও একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। নওগাঁর অধিবাসীরা ছিল প্রাচীন পুন্ড্র জাতির বংশধর। নৃতাত্ত্বিকদের মতে, পুন্ডরা বিশ্বামিত্রের বংশধর এবং বৈদিক যুগের মানুষ। মহাভারত পুন্ড্রদের অন্ধ ঋষি দীর্ঘতমার ঔরষজাত বলি রাজার বংশধর বলে উল্লেখ করা হয়েছে। আবার কারো মতে, বাংলার আদিম পাদদর বংশধর রুপে পুন্ড্রদের বলা হয়েছে। এদিক দিয়ে বিচার করলে নওগাঁ যে প্রাচীন জনগোষ্ঠীর আবাসস্থল ছিল তা সহজেই বলা যায়। নওগাঁ জেলায় আদিকাল হতেই বৈচিত্রে ভরপুর। ছোট ছোট নদী বহুল এ জেলা প্রাচীনকাল হতেই কৃষি কাজের জন্য প্রসিদ্ধ। কৃষি কাজের জন্য অত্যন্ত উপযোগী এলাকার বিভিন্ন অঞ্চল নিয়ে অসংখ্য জমিদার গোষ্ঠী গড়ে উঠে। এ জমিদার গোষ্ঠীর আশ্রয়েই কৃষি কাজ সহযোগী হিসেবে খ্যাত সাঁওতাল গোষ্ঠীর আগমন ঘটতে শুরু করে এ অঞ্চলে। সাঁওতাল গোষ্ঠীর মতে এ জেলায় বসবাসরত অন্যান্য আদিবাসীদের মধ্যে মাল পাহাড়ারিয়া, কুর্মি, মহালী ও মুন্ডা বিশেষভাবে খ্যাত। নানা জাতি ও নানা ধর্মের মানুষের সমন্বয়ে গঠিত নওগাঁ জেলা মানব বৈচিত্র্যে ভরপুর। অসংখ্য পুরাতন মসজিদ, মন্দির, গীর্জা ও জমিদার বাড়ী প্রমাণ করে নওগাঁ জেলার সভ্যতার ইতিহাস অনেক পুরাতন।

দর্শনীয় স্থান ঃ

পাহাড়পুর বৌদ্ধবিহার, কুসুম্বা মসজিদ, বরেন্দ্র গার্ডেন শিশু পার্ক, নিয়ামতপুর, বলিহার রাজবাড়ী, ভবানীপুর জমিদার বাড়ী, রঘুনাথ মন্দির, মান্দা, জগদ্দল বিহার, দিব্যক জয়স্তম্ভ, পতিসর রবীন্দ্র কাছারি বাড়ী, ভিমের পান্টি, আলতাদীঘি জাতীয় উদ্যান, শালবন, জবই বিল, মাহীসন্তোষের মাজার, ধীবর দীঘি, হলুদ বিহার, রাতোয়া ইসলামগাঁথী প্রাচীন মসজিদ ও মঠ।